# বাগেরহাট জেলার মোড়েলগঞ্জ থানার হাবিবুর রহমান হাওলাদার হাবিব পুলিশ বাহিনীর কথিত সদস্যদের হাতে গ্রেফতারের পর গুম হওয়ার অভিযোগ

তথ্যানুসন্ধানী প্রতিবেদন

অধিকার

৬ জুলাই ২০১১ ভোর আনুমানিক ৫.৩০ টায় বাগেরহাট জেলার মোড়েলগঞ্জ থানার পশ্চিম বেতবুনিয়া গ্রামের কাটাখালের গোড়া এলাকার মৎস্য ব্যবসায়ী হাবিবুর রহমান হাওলাদার হাবিবকে (৪৮) তাঁর বাড়ীর সামনে থেকে স্থানীয় থানার পুলিশ, আমর্ড পুলিশ ব্যাটালিয়ন এবং জেলা গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) পুলিশ সদস্যরা স্থানীয় কিছু লোকের সহযোগিতায় গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায় বলে তাঁর পরিবারের অভিযোগ।

অপরদিকে মোড়েলগঞ্জ থানা পুলিশ হাবিবকে আটক করার কথা অস্বীকার করে বলেছে পুলিশের পোশাক পরে প্রতিপক্ষ লোকেরা হাবিবকে অপহরণ করতে পারে বলে সংশ্লিষ্ট থানার পুলিশ মনে করে।

অধিকার ঘটনাটির ব্যাপারে তথ্যানুসন্ধান করে। তথ্যানুসন্ধানকালে অধিকার কথা বলে

- হাবিবের আত্মীয় স্বজন
- প্রত্যক্ষদর্শী
- আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে।

ছবিঃ হাবিবুর রহমান হাওলাদার হাবিব

## মাহমুদা বেগম (৩৬), হাবিবের স্ত্রী

মাহমুদা বেগম অধিকারকে বলেন, ৬ জুলাই ২০১১ ভোর আনুমানিক ৫:০০ টায় তিনি ও তাঁর স্বামী ফজরের নামাজ শেষ করে বাড়ীর সামনের রাস্তায় দাঁড়িয়ে রাস্তা সংলগ্ন কাটাখালের পানিতে

রাখা নতুন একটি ট্রলার দেখছিলেন। এমন সময় সাদা পোশাকধারী দুইজন লোক তাঁদের সামনে এসে দাঁড়ায়। তাদের মধ্যে থেকে একজন পিস্তল হাতে এসে তাঁর স্বামীর ডান হাত ধরে। তাঁর স্বামী হাবিব আগত দুজনের পরিচয় জানতে চান এবং কেন তাঁকে এভাবে ধরা হচ্ছে জিজ্ঞেস করলে উত্তরে তাদের মধ্যে থেকে একজন নিজেদেরকে প্রশাসনের লোক বলে পরিচয় দেয়। এরপরই খালের ওপার থেকে স্থানীয় বাসিন্দা বধূ মল্লিক এবং আমর্ড পুলিশ ব্যাটালিয়নের পোশাক পরা দুইজন পুলিশ অস্ত্রসহ সেখানে আসে এবং চিৎকার করে বলতে থাকে,ওকে (হাবিবকে) মার। সবাই মিলে হাবিবকে কিল- ঘুষি-লাথি এবং সুন্দরী কাঠের লাঠি দিয়ে পেটাতে থাকে। একজন পুলিশ সদস্য হাবিবের  সঙ্গে থাকা গামছা কেড়ে নিয়ে তাঁর চোখ বেঁধে ফেলে। এরইমধ্যে তাঁদের প্রতিবেশী আবেদ মল্লিকের বাড়ীর ভেতর থেকে অস্ত্র হাতে পুলিশের পোশাক পরা চারজনকে এগিয়ে আসতে দেখা যায় এবং ওই চারজনের সঙ্গে আরো কয়েকজন এগিয়ে আসে। এ সময় পুলিশ সদস্যদের কাছে দুইটি ব্যাগ ছিল। হাবিবকে ধরে তারা প্রতিবেশী রশিদ খাঁর বাড়ীর সামনে নিয়ে যায় এবং হাতকড়া পড়ায়। সে সময়ে তিনি হাবিবকে রক্ষার জন্য চিৎকার করে প্রতিবেশীদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসতে বলেন।

তিনি বলেন, তাঁদের গ্রামের আরশাদ মল্লিকের ছেলে আবেদ মল্লিক, আবেদ মল্লিকের ছেলে জাহাঙ্গীর মল্লিক এবং কালাম মল্লিক, মফিজ মল্লিকের ছেলে বধূ মল্লিক, বধূ মল্লিকের ছেলে রাসেল মল্লিক এসে তখন জড়ো হয়। তারাও পুলিশ সদস্যদের সঙ্গে মিলে হাবিবকে পেটাতে থাকে। বেধড়ক পিটুনিতে  হাবিবের হাঁটু থেকে রক্ত ঝরতে থাকে। মারপিটের সময় পুলিশ সদস্যরা তাদের পোষাকে লাগানো নাম লেখা ব্যাজ খুলে ফেলে। তাঁর মেয়ে জেসমিন উপস্থিত পুলিশ সদস্যদের মধ্যে মোড়েলগঞ্জ থানার এএসআই জহিরুল ইসলামকে চিনতে পারে। হাবিবকে মারধর করার সময় এলাকাবাসীদের মধ্যে কেউ কেউ এগিয়ে আসার চেষ্টা করলে পুলিশ সদস্যরা অস্ত্র তাক করে গুলি করার হুমকি দেয়। প্রায় ২০/২৫ জন এলাকাবাসী ঘটনাস্থলের চারদিকে দাঁড়িয়ে এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করলেও ভয়ে এগিয়ে আসতে পারেনি।

কিছুক্ষণ পরে হাবিবকে ট্রলারে উঠিয়ে মোড়েলগঞ্জের দিকে নিয়ে যাওয়ার সময় তিনি তাঁর দেবর আবুল হোসেন হাওলাদার, মেয়ে জেসমিন আক্তারসহ আরো কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে আরেকটি ট্রলারে করে পুলিশ সদস্যদের ট্রলারের পিছু নেন এবং মোড়েলগঞ্জ ফেরীঘাটে গিয়ে দেখেন, নদীর ওপারে সাদা পোশাকধারী ৫ জন লোক তাঁর স্বামীকে ট্রলার থেকে নামাচ্ছে। থানার চারজন পুলিশ ওই ট্রলারে করেই মোড়েলগঞ্জ থানার ঘাটে গিয়ে নামে। সাদা পোশাক পরা প্রশাসনের লোকজন তাঁর স্বামীকে একটি কালো রং-এর মাইক্রোবাসে ওঠানোর সময়ে তিনি এবং জেসমিন ট্রলার থেকে নেমে সেখানে যান। তিনি সাদা পোশাকধারীদের কাছে জানতে চান, তাঁর স্বামীকে কোথায় নেয়া হবে। এ সময়ে তাদের একজন বলেন, তারা বাগেরহাট জেলার ডিবি পুলিশের সদস্য। হাবিবকে বাগেরহাট ডিবি অফিসে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তিনি এবং জেসমিন বাসে উঠে বাগেরহাট ডিবি

অফিসে উপস্থিত হন। সেখানে খোঁজ নিলে ডিবির সদস্যরা তাঁকে জানান, হাবিব নামে তারা কোন আসামী গ্রেফতার করেনি। তিনি তখন বাগেরহাট পুলিশ সুপারের অফিসে যান। তিনি দেখেন, পুলিশ সুপারের অফিসের সামনে সেই কালো মাইক্রোবাসটির চালক মাইক্রোবাসের গায়ে লেগে থাকা কাদা মাটি পরিস্কার করছে। তিনি পুলিশ সুপারের সঙ্গে দেখা করতে চাইলে অফিসের গেটে দায়িত্বে থাকা পুলিশ সদস্যরা অফিসের ভেতরে তাঁদের ঢুকতে দেয়নি। তাৎক্ষণিকভাবে স্থানীয় সংসদ সদস্য ডাঃ মোজাম্মেল হককে হাবিবের গ্রেফতারের বিষয়টি তিনি জানান। ডাঃ মোজাম্মেল হক প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরে খোঁজ নিয়েও হাবিবকে গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করতে অথবা হাবিবের সন্ধান দিতে পারেননি। তিনি দাবী করেন, পুলিশ সদস্যরা তাঁর স্বামীকে গ্রেফতার করে গুম করেছে। তিনি তাঁর স্বামীকে উদ্ধার করার জন্য সংবাদ সম্মেলন করেন এবং ১৬ জুলাই ২০১১ পুলিশ সুপার ও মোড়েলগঞ্জ থানার অফিসার ইনচার্জকে এই বিষয়ে দরখাস্ত দেন। তিনি অভিযোগ করে বলেন, তাঁর স্বামীর প্রতিপক্ষরা তাঁকে বলেছে যে, সাড়ে ১১ লাখ টাকা পুলিশকে দিয়ে হাবিবকে ধরিয়ে দেয়া হয়েছে। এ নিয়ে কেউ বাড়াবাড়ি করলে তাঁদেরকেও হাবিবের মতই পরিণতি বরণ করতে হবে বলে হুমকি দেয়া হচ্ছে। হাবিবের প্রতিপক্ষরা তাঁর কাছেও ১০ লাখ টাকা চাঁদা দাবী করেছে বলে তিনি অভিযোগ করেন।

**মানিক (২৭), প্রত্যক্ষদর্শী**

মানিক অধিকারকে জানান, ৬ জুলাই ২০১১ ভোর আনুমানিক ৫.৩০ টায় হাবিবের মেয়ে জেসমিনের চিৎকার ও ডাকাডাকি শুনে তিনি ঘুম থেকে জেগে ওঠেন। তিনি বাড়ী থেকে বের হয়ে হাবিবের বাড়ীর দিকে রওনা হয়ে পথেই দেখতে পান যে, অস্ত্র হাতে সাদা পোশাকে ৮/৯ জন পুলিশ সদস্য হাতকড়া পরানো অবস্থায় হাবিবকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। পুলিশ সদস্যরা তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলে, তিনি সামনের দিকে এগিয়ে গেলেই গুলি করা হবে তখন ভয়ে তিনি আর এগোননি। পরে পুলিশ সদস্যসহ স্থানীয় কয়েকজন লোক হাবিবকে ট্রলারে তুলে নিয়ে চলে যায়।

**মরিয়ম বেগম (৩৫), প্রত্যক্ষদর্শী**

মরিয়ম বেগম অধিকারকে জানান, ৬ জুলাই ২০১১ ভোরে হাবিবের মেয়ের চিৎকার শুনে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। তিনি কাটাখালের পাড়ে ৮/৯ জন লোককে অস্ত্র হাতে দেখতে পান। তারা চিৎকার করে বলে, “এখান থেকে সবাই চলে যাও। তা না হলে গুলি করবো।” পুলিশ সদস্যদের ভয়ে এলাকার ২০/২৫ জন লোক নিরব দর্শকের মত দাঁড়িয়ে থাকে। সেখানে উপস্থিত ৮/৯ জনের মধ্যে ৪ জন ছিল পুলিশের পোশাক পরা। খালের ওপারে আরো চারজন পুলিশ সদস্য উপস্থিত ছিল এবং পুলিশ সদস্যদের সঙ্গে এলাকার বধূ মল্লিক ও রাসেল মল্লিককে দেখা যায়। উপস্থিত জনতার সামনেই পুলিশ সদস্যসহ এলাকার কয়েকজন লোক হাবিবকে ভীষণভাবে পেটায়। পরে পুলিশ সদস্যরা হাবিবকে নিয়ে ট্রলারে করে চলে যায়।

**মোয়াজ্জেম হোসেন জমাদ্দার (৬২), গ্রাম পুলিশ, ৩ নম্বর ওয়ার্ড, বহরবুনিয়া ইউনিয়ন পরিষদ**

মোয়াজ্জেম হোসেন জমাদ্দার অধিকারকে বলেন, হাবিব তাঁর প্রতিবেশী। ৬ জুলাই ২০১১ ফজরের নামাজ শেষ হওয়ার পর তাঁর মেয়ে খাদিজা খাতুন তাঁকে জানান, হাবিবের বাড়ীর সামনে কে বা কারা যেন চিৎকার করছে। তিনি আঃ রব মাঝির বাড়ীর সামনে কিছু লোকজনের ভীড় দেখতে পান। ভীড় দেখে কাছাকাছি যাওয়ার চেষ্টা করতেই তারা তাঁকে বলে, সামনে আসবি না, আসলেই গুলি করবো। তিনি একজনকে আমর্ড পুলিশ ব্যাটালিয়নের পোশাক পড়া অবস্থায় দেখতে পান। একটু পরেই এলাকার কিছু লোকের সহযোগিতায় হাবিবকে পুলিশ সদস্যরা ধরে নিয়ে যায়। তিনি জানান, এলাকায় আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী অভিযান চালালে তাঁকে সব সময় জানানো হয় কিন্তু সেদিন তাঁকে থানা থেকে কিছু জানানো হয়নি।

**ডাঃ মোজাম্মেল হক, সংসদ সদস্য (মোড়েলগঞ্জ-শরণখোলা), বাগেরহাট**

ডাঃ মোজাম্মেল হক অধিকারকে বলেন, হাবিব একজন সাহসী ও প্রতিবাদী মানুষ ছিলেন। অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে হাবিবের সঙ্গে নুরুজ্জামান মল্লিক নামের এক ডাকাতের বিরোধ হয়। ওই ডাকাত চক্রই হাবিবের নামে মিথ্যা মামলা দিয়ে তাঁকে প্রশাসনের নজরে এনেছিল। তিনি বলেন, হাবিবকে আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা ধরে নিয়ে গেছে বলে পুলিশ সুপারের কাছ থেকে তিনি শুনেছেন। কিন্তু এ ব্যাপারে তিনি আর বিস্তারিত জানেন না।

**মাহিরুন (৩৫), হাবিবের প্রতিবেশী**

মাহিরুন অধিকারকে বলেন, ৬ জুলাই ২০১১ ভোর আনুমানিক ৬.০০ টায় চিৎকার শুনে তিনি ঘর থেকে বের হন। আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের পোশাক পরা একজন পুলিশ তাঁকে বলে, এদিক এলেই গুলি করা হবে। খালের ওপারে যারা ছিল তারাও আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের পোশাক পরা ছিল। এই সময় তিনজন অস্ত্রধারী ব্যক্তি হাবিবের বাড়ীতে ঢোকে। তাদের পরনে ছিল লুঙ্গি ও নীল রং-এর জামা। অস্ত্রধারী লোকজন হাবিবের ঘর তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখে কোথাও কোন অস্ত্র না পেয়ে ফিরে আসে। পুলিশ সদস্যরা তাঁর কাছে জিজ্ঞাসা করে, হাবিব কোথায় অস্ত্র রেখেছে। তখন তিনি বলেন, হাবিব নিজের নিরাপত্তার জন্য প্রায় সময়ই রশি, দা সঙ্গে রাখতেন। কিছুক্ষণ পরে পুলিশের পোশাক পরিহিত দুজন লোক হাবিবের বাড়ীতে তল্লাশি করে মাত্র ৩৫ টাকা পায়। এ সময় তারা তাঁর কাছ থেকে ঘরের সব কিছু ঠিক আছে এই বলে স্বাক্ষর নেন। হাবিবকে তারা প্রথমে গচা গাছের ডাল দিয়ে পেটায়। পরে চোখ বেঁধে হাতকড়া পড়া অবস্থায় আবারও পেটায়। তারপর হাবিবকে ট্রলারে করে মোড়েলগঞ্জ সদরের দিকে নিয়ে যায়।

**জাহিদ (২৮), জেসমিনের ভাড়া করা ট্রলারের মাঝি**

জাহিদ অধিকারকে বলেন, ৬ জুলাই ২০১১ সকাল আনুমানিক ৬.০০ টায় হাবিবের মেয়ে জেসমিন তাঁকে মোবাইল ফোনে ট্রলার নিয়ে জেসমিনদের বাড়ীর কাছে আসতে বলেন। তিনি তখন ট্রলার

নিয়ে জেসমিনদের বাড়ীর কাছে গিয়ে দেখতে পান পুলিশ একটি ট্রলারে করে হাবিবকে নিয়ে যাচ্ছে। পুলিশ সদস্যরা ট্রলার নিয়ে মোড়েলগঞ্জের দিকে রওনা হলে তিনি জেসমিন এবং তাদের পরিবারের ৭/৮ জনকে নিয়ে পুলিশের ট্রলারটি অনুসরণ করেন। মোড়েলগঞ্জ গিয়ে দেখেন, পুলিশ সদস্যরা একটি ঘাটে ট্রলার থামিয়ে হাবিবকে নামিয়ে নিচ্ছে। তখন জেসমিন এবং ট্রলারে থাকা লোকজন পুলিশ সদস্যদের কাছে যান।

**আব্দুল খালেক, অফিসার ইনচার্জ, মোড়েলগঞ্জ থানা, বাগেরহাট**

আব্দুল খালেক অধিকারকে বলেন, ৬ জুলাই ২০১১ পশ্চিম বেতবুনিয়া গ্রামের হাবিবকে কেউ গ্রেপ্তার করেনি। তবে হাবিবের পরিবার একটি লিখিত অভিযোগ তাঁকে দিয়েছেন। তিনি অভিযোগটি তদন্ত করছেন বলে জানান।

তিনি বলেন, হাবিব একজন তালিকাভুক্ত বনদস্যু এবং ডিএসবিতে তার তালিকা নম্বর ২৫৫। হাবিবের ভয়ে আশপাশের এলাকাবাসী সবসময় তটস্থ থাকতো। মোড়েলগঞ্জ থানায় হাবিবের বিরুদ্ধে ১০টি মামলা ও ১০টি সাধারণ ডায়েরী রয়েছে। এরমধ্যে ট্রলার মাঝি, জাফর জমাদ্দার হত্যাসহ চারটি হত্যা মামলা, লাবলু গাজী হত্যার চেষ্টাসহ চারটি হত্যা চেষ্টা মামলা, একটি অস্ত্র মামলা ও একটি দস্যুতা মামলা রয়েছে। এছাড়া তাঁর বিরুদ্ধে অন্যান্য থানায় আরো একাধিক মামলা রয়েছে। হাবিবের প্রতিপক্ষরাও বেশ শক্তিশালী। তারাই পুলিশের পোশাক পরে তাঁকে ধরে নিয়ে যেতে পারে বলে তিনি ধারণা করেন।

**সোহরাব হোসেন মোল্লা, অফিসার ইনর্চাজ, জেলা গোয়েন্দা সংস্থা (ডিবি), বাগেরহাট**

সোহরাব হোসেন মোল্লা অধিকারকে বলেন, হাবিবকে গ্রেফতার করা হয়েছে এ খবর তিনি শুনেছেন। তবে কারা গ্রেফতার করে নিয়ে গেছে তা তিনি জানেন না। হাবিবকে গ্রেফতারের ব্যাপারে তাঁকে অহেতুক দায়ী করা হচ্ছে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

**খন্দকার রফিকুল ইসলাম, পুলিশ সুপার, বাগেরহাট**

খন্দকার রফিকুল ইসলাম অধিকারকে বলেন, বহরবুনিয়া এলাকার হাবিবুর রহমান হাওলাদার নামের এক ব্যক্তির গ্রেফতার হওয়ার কথা তিনি সংসদ সদস্য ডাঃ মোজ্জাম্মেল হক এবং হাবিবের পরিবারসহ বিভিন্ন মাধ্যম থেকে শুনেছেন। কিন্তু পুলিশ সদস্যরা হাবিবকে গ্রেপ্তার করেনি। তিনি আরো বলেন, ৬ জুলাই ২০১১ হরতালের দিন থাকায় সেদিন সব পুলিশ সদস্যই আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার জন্য দায়িত্বরত ছিলেন। ঐদিন কোস্টগার্ডের একটি টিম গহীন সুন্দরবনে বন ও জল দস্যুদের গ্রেফতারের একটি অভিযান চালিয়েছিল বলে তিনি শুনেছেন। কিন্তু ডিবি কিংবা পুলিশের কোন টিম ঐদিন বহরবুনিয়া এলাকায় অভিযানে যায়নি বলে জানান।

তিনি বলেন, হাবিব নিজেই অনেক সময় আত্মগোপনে থাকে। সে একজন তালিকাভুক্ত বনদস্যু। একটি মামলায় তার বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট ছিল। এছাড়া তাঁর বিরুদ্ধে মোড়েলগঞ্জ থানায় ৭/৮টি

মামলা রয়েছে। তবে হাবিবকে গ্রেফতার ও গুম করার ব্যাপারে হাবিবের পরিবারের পক্ষ থেকে তাঁর কাছে একটি অভিযোগ দেয়া হয়েছে। এই বিষয়ে তদন্তের জন্য ২ অগাস্ট ২০১১ তিনি মোড়েলগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আব্দুল খালেককে দায়িত্ব দিয়েছেন।

উল্লেখ্য, গত ১২ জুলাই ২০১১ তারিখে বাগেরহাট প্রেসক্লাবে হাবিবুরের স্ত্রী মাহমুদা বেগম একটি সংবাদ সম্মেলন করেন। তিনি তাঁর স্বামী হাবিবুরকে সৎ, প্রতিবাদী আদর্শবান মানুষ হিসেবে উল্লেখ করে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের মাধ্যমে এলাকার কিছু কুচক্রী মহলের ষড়যন্ত্রের শিকার নিখোঁজ স্বামীর সন্ধান ও উদ্ধারের দাবি জানান। এরপর গত ৪ অগাস্ট ২০১১ তারিখে হাবিবুরের মেয়ে জেসমিন বেগম নিজেদের ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় জীবনযাপনের কথা জানিয়ে মোড়েলগঞ্জ থানায় একটি সাধারণ ডায়রী (জিডি নং-১৬২) করেন। সাধারণ ডায়রীতে তাঁদের পরিবারের জান-মালের ক্ষতি ও নিরাপত্তাহীনতার বিষয়সহ তাঁর মোবাইল ফোনে ০১৭২৯ ৬৫৫৭৬৭ নম্বর থেকে বিভিন্ন সময়ে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ ও ভয়ভীতির বিষয় উল্লেখ করেন। এছাড়াও তাঁদের প্রতিপক্ষের লোকজনকে প্রায়ই বাড়ির আশেপাশে ঘোরাফেরা করা ও মিথ্যা মামলা-মোকাদ্দমায় জড়ানোর জন্য হুমকি দেয়ার কথাও জিডিতে উল্লেখ করেন।

## অধিকার এর পর্যবেক্ষণ

অধিকার এর তথ্যানুসন্ধানকালে পুলিশ সদস্য এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য নেয়া হয়। পুলিশ সদস্যরা জানান, হাবিবকে তাঁরা গ্রেফতার করেননি অথচ প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য অনুযায়ী গ্রামের অনেক লোকের সহযোগিতায় পুলিশ সদস্যরা পুলিশের পোষাক পরিহিত অবস্থায় অস্ত্র নিয়ে এলাকাবাসীর উপস্থিতিতেই হাবিবকে ধরে নিয়ে যায় বলে জানা গেছে। হাবিবের পরিবারের দাবী, হাবিবকে এলাকার কিছু লোক পূর্বশত্রুতার জের ধরে পুলিশের কাছে ধরিয়ে দেয় এবং পুলিশ টাকার বিনিময়ে তাঁকে গুম করে। তাঁকে উদ্ধারের বিষয়ে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পক্ষ থেকে কোন তৎপরতাও পরিলক্ষিত হচ্ছে না।

অধিকার ভিকটিম পরিবারের দাবী মতে পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের ধরে নিয়ে যাওয়া এবং নিখোঁজ হওয়া হাবিবকে অবিলম্বে উদ্ধার করাসহ এ ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত সাপেক্ষে দোষী ব্যক্তিদের দ্রুত বিচারের আওতায় আনার জন্য সরকারের কাছে দাবী জানাচ্ছে।

**-সমাপ্ত-**